## বাগরি থেকে মেডিক্যাল কলেজ অগ্নিকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন

মাঝেরহাট ব্রিজ কাণ্ড থেকে শুরু, শেষ কোথায় বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রিজের একাংশ ভেঙে পড়া, মধ্য কলকাতায় বাগরি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন, নাগের বাজারে বোমা বিস্ফোরণে শিশুর মৃত্যু এবং বুধবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আগুনের ঘটনা পুজোর আগে মানুষের মন ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে অক্টোবর মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত শহর কলকাতায় ঘটনা প্রবাহে প্রশ্ন উঠছে এসবের তদন্ত কী কেবল কথার কথা হয়ে থাকবে। এর কোনও উত্তর মানুষের কাছে নেই। তাই মানুষের প্রার্থনা, দৈব শক্তির উদয় হোক। পুজো কাটুক আনন্দ ও উৎসাহে, উৎসবের মাসে কোনও দুর্ঘটনা বা অগ্নীঘটনা নয়। এটাই রাজ্যবাসী চায়। কিন্তু চাইলেই সব হয় না। তবু চেষ্টার খামতি যেন না থাকে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, আগুন লেগেছিল কনট্রোল রুম থেকে। এই কনট্রোল রুমেই রয়েছে অসংখ্য কম্পিউটার। সুতরাং আগুন কীভাবে লাগল তার তদন্ত হওয়া দরকার। এই অগ্নিকাণ্ডে হাসপাতালের ফার্মেসি বিভাগের ৯০ শতাংশ ওষুধ নষ্ট হয়েছে। এটা অবশ্যই বিরাট ক্ষতি, এর ফলে ওষুধের আকাল হওয়ার আশঙ্কা রইল।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

**মাতাপিতা**

অন্নাভাবজনিত কষ্ট কিন্তু বেশিদিন তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই। সুখলাল গোস্বামী যে এক বিঘা দশ ছটাক ধানের জমি দিয়াছিলেন, 'লক্ষ্মীজলা' নামে পরিচিত সেই জমিতে তাঁহাদের ছোট সংসারের পক্ষে পর্যাপ্ত ফসল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জমি প্রস্তুত হইবার পর খুদিরাম প্রথমেই ঈশানকোণে স্বহস্তে কয়েক গোছা ধান রোপণ করিতেন রঘুবীরের নাম উচ্চারণ করিয়া। তার পর অবশিষ্ট রোপণকার্যটি মুনিষ নিষ্পন্ন করিত তাঁহার নির্দেশে।

কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সেলিমপুরের শ্রীভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত খুদিরাম-ভগিনী শ্রীমতী রামশীলার বিবাহ হইয়াছিল। রামশীলার রামচাঁদ নামে এক পুত্র ও হেমাঙ্গিনী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হেমাঙ্গিনীর জন্ম হইয়াছিল মাতুলালয়ে, মাতুলদের অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিল সে। কন্যানির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া খুদিরাম তাহাকে শিহুড় গ্রামের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং সম্প্রদান করিয়াছিলেন। শিহুড় কামারপুকুরের দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে।

জমিদারের সহিত বিবাদে খুদিরাম যখন সর্বস্বান্ত হন, রামচাঁদের বয়স তখন একুশ বৎসর ও হেমাঙ্গিনীর ষোল বৎসর হইবে। রামচাঁদ তখন মেদিনীপুর মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মোক্তারিতে ভাল উপার্জন হইতে থাকিলে রামচাঁদ মাতুলদের দূরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া বড় মাতুলকে মাসিক পনের টাকা ও অপর দুই মাতুলের প্রত্যেককে মাসি দশ টাকা অর্থসাহায্য করিতেন। অবশ্য ইহা কয়েক বৎসর পরের কথা।

খুদিরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকানাই অত্যন্ত ভক্তিমান লোক ছিলেন। তাঁহার রামতারক ওরফে হলধারী ও কালিদাস নামে দুই পুত্র জন্মে। নিধিরামের কোন সন্তান হইয়াছিল কি-না জানা যায় না।

কামারপুকুরের প্রায় বিশ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে মেদিনীপুর অবস্থিত। অনেক দিনের মধ্যে ভাগিনেয়ের কুশলসংবাদ না পাইয়া খুদিরাম চিন্তিত হইয়া একদিন অতি প্রত্যূষে মেদিনীপুর যাত্রা করেন। মাঘ বা ফাল্গুন মাস হইবে। বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত অভিশ্রান্তভাবে চলিয়া তিনি এক গ্রামে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তথাকার বেলগাছগুলিতে নূতন পাতা হইতেছে।

## দিনপঞ্জিকা

**১৮ আশ্বিন**, ভাঃ ১৩ আশ্বিন, **৫ অক্টোবর**, ১৮ আহিন, সংবৎ ১১ আশ্বিন বদি, ২৪ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৯। **শুক্রবার**, একাদশী সন্ধ্যা ঘ ৫।১৪ মিঃ। **নক্ষত্র**—অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬।৬ মিঃ। সিদ্ধযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।২০ পরে সাধ্যযোগ রাত্রি ঘ ৩।১৪ মিঃ। **করণ**—বব ও বালবকরণ, দিবা ঘ ৬।২৭ গতে বালবকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫।১৪ গতে কৌলবকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৪ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**—কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অক্টোবরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ঘ ৬।৬ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—দোষনাই, সন্ধ্যা ঘ ৫।১৪ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**—অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ঘ ৫।১৪ গতে নৈর্ঋতে। **বারবেলাদি**— ঘ ৮।৩০ গতে ১১।২৬ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ৮।২৩ গতে ৯।৫৪ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম্ম**— বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় গোবিক্রয়াদি। **(অতিরিক্ত বিবাহ—রাত্রি ঘ ১১।৪২ গতে শেষরাত্রি ঘ ৪।১৬ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ**— একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **একাদশীর উপবাস (ইদ্দিরা)। গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে অদ্য একাদশীর উপবাস।** সন্ধ্যা ঘ ৫।১৪ গতে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। পূর্ব্বদু ঘ ৯।২৮ মধ্যে, (কিন্তু বারবেলানুরোধে দিবা ঘ ৮।৩০ মধ্যে) **শ্রীশ্রীশারদীয়াদুর্গাদেবীর কৃষ্ণৈকাদশীবিহিত পূজা প্রশস্তা**, (অত্রকৃত্যে বারবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বশ্ব সম্মতঃ)। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।২২ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৫৯ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৮ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।৩৩ মধ্যে।

## মুসলিম পঞ্জিকা

১৮ আশ্বিন, ভাঃ ১৩ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর, ২৪ মহরম, ১৮ আহিন, উঃ ৫।৩১, অঃ ৫।১৮, শুক্রবার, একাদশী সন্ধ্যা ঘ ৫/১৩, সেহরী শেষ ৪।০৮, ইফতার ৫।২৭।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে ধন্য সেইসব গ্রাম

**দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়**
**শেষ পর্ব**

**উচালন :** কামারপুকুরের পনেরো মাইল উত্তরে অবস্থিত উচালন গ্রাম। অতীতে উচালন দীঘির (কালদীঘি) পশ্চিমপাড়ে চটি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিকবার কামার পুকুর থেকে বেঙ্গাই চৌমাথা, কুমারগঞ্জ, একলক্ষীহাট হয়ে উচালন পথ দিয়ে কলকাতা যাওয়ার সময় এই চটীতে রাত্রিবাস করেছিলেন। শ্রীমাও পদব্রজে এই পথ দিয়ে বর্ধমান যাবার সময় উচালন চটিতে বধ্বার বিশ্রাম নিয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী, গোলাপমা, যোগীনমা প্রমুখ অনেকেই উচালনের চটীতে রাত্রিযাপন করেছিলেন। উক্ত পথের একস্থানে একটি ভগ্ন হস্তিশালাও লক্ষিত হয় বলে 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লেখিত।

**সারাটি মায়াপুর :** কামারপুকুরের চৌদ্দমাইল পূর্বদিকে সারাটি-মায়াপুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রমণিদেবীর পৈত্রিক বাস্তুভিটা। শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যে একবার জননীর সঙ্গে মামাবাড়ি যাবার সময় সহসা মাতৃক্রোড় থেকে নেমে পথিপার্শ্বে এক পীরের স্থানে অনেকক্ষণ ভাবস্থ হয়ে বসেছিলেন। ভক্তিমান হিন্দু-মুসলমানরা আজও এই পীরের স্থানে প্রণতি জানান, পূজা দেন, মানত করেন। রহ্মচারী চন্ডীদাসের প্রচেষ্টায় চন্দ্রমণিদেবীর বাস্তুভিটা সংলগ্ন প্রায় দশবিঘা জায়গা সংগৃহীত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রমণি সেবাশ্রম, একটি মাটির বাড়ি, শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভমন্দির সহ দুটি গৃহের নির্মাণ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। নিত্য পূজার্চনা ও নামগান হয়। বার্ষিক উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়।

**ডিহিবায়াড়া :** কামারপুকুরের দশমাইল পূর্বদিকে ডিহিবায়াড়া গ্রামের প্রান্তে রণজিৎ রায়ের বিশাল দীঘি বর্তমান। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করবার জন্য স্বয়ং ভগবতী রণজিৎ রায়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে বালিকা বয়সে এই দীঘিতেই অন্তর্হিতা হন বলে প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর যাতায়াতের পথে এই দৈবীলীলার দীঘিটি দেখেছিলেন। শ্রীমা বারুণী উপলক্ষ্যে গিয়ে এই দীঘিতে স্নান করেছিলেন। প্রতিবছর আমবারুণীতে 'দীঘির মেলা' বসে। এই দীঘিতে পুণ্যস্নান করার জন্য কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয়।

**তেলো-ভেলো :** কামারপুকুরের বারো মাইল পূর্বদিকে তেলো ও ভেলো দুটি গ্রাম। শ্রীমা কামারপুকুর থেকে পল্লীরমনীদের সাথে পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নান করতে যাবার পথে তেলোভেলোর প্রান্তে ডাকাতবাবা সাগর সাঁতরার (মতান্তরে ভীম সদির) হাতে পড়েন এবং অলৌকিকত্ব দর্শনে ডাকাতবাবা ও ডাকাতমা শ্রীমাকে বিশেষ যত্ন করেন, খাওয়ান, রাত্রি যাপনের পর সকালে তারকেশ্বরে পৌঁছে দেন। এই ঘটনার জন্য এই স্থানটির ধূলিকণা আজ তীর্থরেণু। 'তেলুয়া রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম'-এর প্রচেষ্টায় সাগর সাঁতরার বাস্তুভিটায় স্মৃতিমন্দির এবং 'ভালিয়া সারদা সংঘে'র প্রচেষ্টায় ভীম সর্দারের মর্মরমূর্তি উন্মোচিত হয়েছে। উভয়স্থানেই শ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন ডাকাতে কালীমন্দিরটি বিশেষভাবে দর্শনীয়। বাৎসরিক উৎসবে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি ঘটে।

**গৌরহাটী :** কামারপুকুর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল পূর্বদিকে গৌরহাটী গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ ধন্য। গৌরহাটী নিবাসী রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ছোটো বোন সর্বমঙ্গলার বিবাহ হয়েছিল এবং মেজদাদা রামেশ্বরের সঙ্গে রামসদয়ের বোন শাকম্ভরীর বিবাহ হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যে একবার সর্বমঙ্গলার বাটীতে প্রবেশ করেই দেখতে পান, তাঁর বোন প্রসন্নমুখে তাঁর স্বামীর সেবা করছে। এই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অল্পদিন পরে ওই ভাবের একখানি চিত্র অঙ্কিত করে পরিবারস্থ সকলকে বিস্মৃত করেছিলেন। গৌরহাটীতে সর্বমঙ্গলার শ্বশুরালয়ের পতিত ভিটায় একটি শিবলিঙ্গ বিরাজমান। গৌরহাটীর স্থানীয় ভক্তগণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম'টি দীর্ঘদিন পরিচালনা করার পর, এখন রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

**বালিদেওয়ানগঞ্জ :** কামারপুকুরের দশমাইল পূর্বদিকে বালিদেওয়ানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য হয়ে আছে। তখন কলকাতা থেকে ঘাটাল পর্যন্ত স্টিমার চলতো। কামারপুকুর আসার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও হৃদয় বন্দরে নেমে ধারকেশ্বর নদে নৌকা করে বালীদেওয়ানগঞ্জের জগৎপুর ঘাটে নেমেছিলেন। দেওয়ানগঞ্জের বুড়োশিবতলায় সঙ্কীর্তনসম্পন্ন গৃহস্থ বংশী মোদকের একান্ত ইচ্ছা, তাঁর নবনির্মিত বাড়িতে কোনও সাধুর সেবা নেবেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও হৃদয় অবিরাম বৃষ্টিপাতের দরুণ আটকে পড়েন এবং তাঁর বাড়িতে তিনি রাত্রি বাস করেছিলেন। স্মৃতিবিজড়িত গৃহটি মঠের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত আছে।

**তারকেশ্বর :** কামারপুকুর থেকে বাইশমাইল পূর্বদিকে শৈবতীর্থ তারকেশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন, তিনি তিনবার তারকেশ্বর দর্শন ও স্পর্শন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রোগ নিরাময়ের জন্য রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তদের অনুরোধে বাবা তারকনাথের তাগা ধারণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে কথামৃতকার 'শ্রীম' সস্ত্রীক তারকেশ্বরে গিয়ে বাবা তারকনাথের পূজা ও দর্শন-স্পর্শন করেছিলেন। শ্রীমা দেশে আসা-যাওয়ার পথে তারকেশ্বর বহুবার বাবাকে দর্শন করেছিলেন। এখানে ভক্তসমাগম লক্ষাধিক এখন। **তথ্যসূত্র ঃ—**

১। *ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য*

২। *শ্রীরামকৃষ্ণ পরিক্রমা—কালীজীবন দেবশর্মা*

৩। *চরণচিহ্ন ধরে—নির্মল কুমার রায়*

৪। *অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী প্রভানন্দ*

৫। *শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহ—স্বামী বিশ্বনাথানন্দ*

৬। *শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাতরঙ্গ ধন্য—দক্ষিণাপদ নন্দী*

৭। *কামারপুকুর- জয়রামবাটী—দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়*

# যোজনা ডায়েরি

**(এপ্রিল ২০১৮)**

**পশ্চিমবঙ্গ**

**· অ্যাপে মুরগি বেচে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন নিগম লাভবান :**

মুরগির মাংস বিপণনে লাভের খোঁজে রাজ্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নিগম অ্যাপের শরণাপন্ন। গত এক বছরে নিগমের চিকেন বিক্রি টাকার অঙ্কে ছ'কোটি থেকে বেড়ে ১২ কোটি। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে লাভের খাতায় জমা পড়েছিল ৭৬ লক্ষ টাকা। ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে সেটা বেড়ে দু' কোটি ছুঁইছুঁই। এক বছরে ১৬০ থেকে বেড়ে চিকেন বিক্রির কাউন্টার হয়েছে ২৪০-টি। ঘরে বসে বাজার করার জন্য বেসরকারি অ্যাপ-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এক বছরে নিগমের মাংস বিক্রির দর্শনটাই পালটে দিয়েছে। ন'মাস-এক বছর আয়ুর 'ফ্রোজেন' বা হিমায়িত চিকেন বিক্রির বদলে এখন ৭২ ঘণ্টা আয়ুর শূন্য থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা চিল্ড বা ঠান্ডা চিকেনেও হাত পাকাচ্ছে নিগম। অনলাইন কেনাকাটায় সড়গড় নাগরিক থেকে হোটেলের হেঁশেল—সকলেরই এটা পছন্দ। নিজেদেরই অ্যাপ চালু করছে রাজ্য মৎস্য দফতর। ব্যবসার ৪৫ শতাংশই এখন অ্যাপ-নির্ভর। ছ' বছর আগে ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতিতে কারবার চলত। তার পরে বিপুল লাভেই আত্মবিশ্বাস বাড়ছে নিগমের।

**· রক্ত বিজাজনের ব্যবস্থা আরও ২১ ব্লাড ব্যাঙ্কে :**

রোগীকে 'হোল ব্লাড' দিলে রক্তের অপচয় হয়, জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কারণ, রক্তের উপাদান ভোগ করে ব্যবহার করলে এক ইউনিট রক্ত অন্তত তিনজন রোগীর চিকিৎসার কাজে লাগতে পারে। 'হোল ব্লাড' হলে তা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে উপাদান ভাগ করা যায় না। তখন রোগীরা 'হোল ব্লাড' নিতে বাধ্য হন। অণুচক্রিকার প্রয়োজন নেই যাদের, তাদের শরীরে সেই উপাদানের অপচয় হয়। আবার অনেক সময়ে অনুচক্রিকার অভাবে অন্যদের চিকিৎসা আটকে থাকে। রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত নেওয়ার পরে লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অনুচক্রিকা—এই তিনটি উপাদান ভাগ করার পরিকাঠামো রয়েছে রাজ্যের মাত্র ১৭-টি সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে। কলকাতায় সাতটি এবং জেলায় দশটি। অণুচক্রিকার চাহিদা পূরণে এটা পর্যাপ্ত নয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রক্তের উপাদান ভাগ করার পরিকাঠামো তৈরি হবে আরও ২১-টি ব্লাড ব্যাঙ্কে। এই খাতে প্রায় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

**· বীরভূমে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার গ্রামের হদিশ :**

বীরভূমের মল্লারপুরের পারচন্দ্রহাটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননকার্য সামনে এনেছেইতিহাস। মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রায় ৭,৭০০ বর্গ মিটার জুড়ে খোঁড়ানো এই এলাকার কিছুটা অংশে খনন হয়েছে। অসুরালয় গ্রামের অসুরডাঙার ঢিবি থেকে একটু একটু করে যেসব তথ্য মিলেছে, তাতে অনুমান করা হচ্ছে, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই এলাকায় মানুষের বসতি ছিল। যারা এখানে থাকতেন, তারা খুব সম্ভবত হাতের কাজে খুবই দক্ষ ছিলেন। নানা প্রাণীর হাড় ও পাথর নিয়ে কাজ করতেন। এতো নিখুঁত করে পাথর ফুটো করার নিদর্শন আর খুব কম জায়গা থেকেই মিলেছে। সে কাজ করতে তাঁরা আগুনও ব্যবহার করতেন। বড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে রাখার বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে খুবই উচ্চ তাপে অনেকক্ষণ ধরে রাখা যেত। এই কৌশল যাঁরা জানতেন, তাঁরা গ্রামীণ সভ্যতায় অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এখানে পাওয়া গিয়েছে, পুঁতি, প্রাণীর হাড় ও পাথরের অস্ত্রও। পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা, রাঢ়বঙ্গে এমন জায়গা খুব বেশি নেই। কোটাসুর-সহ বড়ো একটি এলাকার চাহিদা এই গ্রামীণ কারিগরেরা মেটাতেন বলে মনে কার হচ্ছে। এই এলাকা থেকে ময়ূরাক্ষী ধরে কোটাসুর বেশি দূর নয়। সেখানে থেকেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। অসুরডাঙা এলাকা থেকে নানা ধরনের কালো-লাল মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে হাঁড়ি ও বাটি। অসুরডাঙার এই ঢিবিটি মহাভারতের বকাসুরের আস্তানা ছিল বলে লোকমুখে শোনা যায়। মহাভারত মতে, যে বকাসুরকে মেরেছিলেন ভীম।

**· পশ্চিমবঙ্গও রাজি 'আয়ুষ্মান ভারত'-এ :**

পশ্চিমবঙ্গও রাজি 'আয়ুষ্মান ভারত'-এ, বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে রাজ্য কীভাবে এটি রূপায়ণ করবে, তা রাজ্যের উপরেই ছেড়ে দিয়েছে কেন্দ্র। আর রাজ্য সরকারও কেন্দ্রের টাকায় নিজেদের চলতি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে চায় আরও বেশি লোককে কাছে। দেশের ১০ কোটি গরিব পরিবারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যার পোশাকি নাম 'আয়ুষ্মান ভারত'। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নড্ডার দাবি, গোটা দেশেই যাতে এটি চালু করা যায়, তার জন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে বিশদ আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ যেসব রাজ্যের আপত্তি ছিল, তারাও রাজি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ যেসব রাজ্যের আপত্তি ছিল, তারাও রাজি হয়েছে। তবে রাজ্যগুলি নিজেদের প্রকল্পের সঙ্গে এটি মিশিয়ে দেবে, কিংবা সমান্তরাল প্রকল্প চালাবে—সেটা তারাই ঠিক করবে। আর সে কারণেই সব রাজ্যের সঙ্গে আলাদা আলাদা সমঝোতাপত্র সই হবে। কেন্দ্র এই প্রকল্পে ৬০ শতাংশ টাকা দেবে। বাকিটা দেওয়ার কথা রাজ্যের।

**· পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর দেশের সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত :**

দেশের মধ্যে সেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিরোপা পেল রাজ্য। গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়ণ করে দেশে মধ্যে প্রথম হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকে দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এই বিষয়ে আধার নম্বর ব্যাঙ্কে বা মোবাইলফোনে যুক্ত করা জরুরি নয় বলার পাশাপাশি এটাও বলেছে, কোনও সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে গেলে আধার নম্বর জরুরি। যেমন গ্যাসে ভর্তুকি পেতে গেলে ব্যাঙ্কের একাউন্টের সাথে আধার নম্বর যোগ করতে হবে। তাহলে মোট কথা দাঁড়ালো এই আধার কিন্তু পিছু ছাড়বে না। একজন নাগরিক কেবল টাকা তোলা বা জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলেন না। এরসাথে আরও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যুক্ত থাকে। সেই সুবিধা পেতে গেলে আধারকে হাতিয়ার করতেই হবে। আসলে সুপ্রিমকোর্ট পরিষ্কার করে সবলকে খুশি করতে চেয়েছেন। প্রথমত, সুপ্রিমকোর্ট আধারকে বেআইনি ঘোষণা করেননি। এতে সরকার পক্ষ খুশি। দ্বিতীয়ত, কোনও সুযোগ ও সুবিধা পেতে গেলে আধার জরুরি। আসল কথা, সুপ্রিমকোর্ট আধার রায়ে ঘুরিয়ে নাক দেখিয়েছেন। তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে, আধারের কোনও ক্ষমতাই কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়নি। উপরন্তু, সুপ্রিমকোর্ট বলেছে, আধার হল কোটি কোটি ভারতবাসীর অনাত্ম হাতিয়ার। সুতরাং, আধার যে আঁধারে ছিল, সেই আঁধারেই পড়ে রইল। আধারের আক্রমণ ব্যক্তি সত্তার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে কিনা, সেই প্রশ্ন কিন্তু অমীমাংসিতই থেকে গেল।

**বিজন মজুমদার**
**ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা**

## সম্পাদক সমীপেষু

# আধারের অবস্থান আঁধারেই রয়ে গেল

অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে অবশেষে সুপ্রিমকোর্ট আধার মামলা নিয়ে রায় ঘোষণা করেছে। আর তাতে দেখা যাচ্ছে সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয়েই জয়ের আনন্দ উপভোগ করছেন। রায় ঘোষণার পর দেখলাম, আমাদের প্রিয় দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই আনন্দিত। তা আনন্দ করা তাঁকে মানায়, কেন না একমাত্র মমতা দিদিই প্রথম থেকে আধারকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল নম্বরের সাথে যুক্ত করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ধক্কার ছেড়ে বলেছিলেন, তিনি কিছুতেই তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল নম্বরের সাথে আধার যুক্ত করবেন না। কথা রেখেছেন, এবং সুপ্রিমকোর্ট শেষ পর্যন্ত সেই রায়ই দিয়েছে। ধন্যবাদ মমতা, কিন্তু মমতা যেটা পারেন, আমরা সাধারণ মানুষ তো সেটা করতে পারি না। আমরা সরকারি নির্দেশ মতো সব জায়গায় আধার নম্বর দিয়ে বসে আছি। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে, সুপ্রিমকোর্টের এই রায় আসলে 'ধরি মাছ নাই ছুঁই পানি'র মত। এই রায়ে স্পষ্টতই দ্বিচারিতা রয়েছে। আধার নম্বর ব্যাঙ্কে বা মোবাইলফোনে যুক্ত করা জরুরি নয় বলার পাশাপাশি এটাও বলেছে, কোনও সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে গেলে আধার নম্বর জরুরি। যেমন গ্যাসে ভর্তুকি পেতে গেলে ব্যাঙ্কের একাউন্টের সাথে আধার নম্বর যোগ করতে হবে। তাহলে মোট কথা দাঁড়ালো এই আধার কিন্তু পিছু ছাড়বে না। একজন নাগরিক কেবল টাকা তোলা বা জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলেন না। এরসাথে আরও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যুক্ত থাকে। সেই সুবিধা পেতে গেলে আধারকে হাতিয়ার করতেই হবে। আসলে সুপ্রিমকোর্ট পরিষ্কার করে সবলকে খুশি করতে চেয়েছেন। প্রথমত, সুপ্রিমকোর্ট আধারকে বেআইনি ঘোষণা করেননি। এতে সরকার পক্ষ খুশি। দ্বিতীয়ত, কোনও সুযোগ ও সুবিধা পেতে গেলে

**ক্রমশ**

**উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।**
সম্পাদক

**উন্নয়ন ও সমস্যা**

*চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।*

## পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিককেরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

**মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়**